সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়। সারের মাত্রা জমির উর্বরতার উপর নির্ভরশীল। সাধারনতঃ প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত পরিমান সারের প্রয়োজন হয়।

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি
এম পি	১৩৫ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি

সম্পূর্ণ গোবর সার, টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের সময় দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া লাগানোর ৩০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা

গাছের সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার ও মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে এবং ১০-১৫ দিন পর ৩-৪ বার নিড়ানি দিতে হবে। প্রতিবার সেচের পর 'জো' আসা মাত্র মাটির উপরের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। এতে মাটির ভিতর আলো বাতাস প্রবেশ করে এবং মাটি অনেকদিন রস ধরে রাখতে পারে যা পরবর্তীতে গাছের দ্রুত বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে থাকে। মাটির প্রকারভেদে জমিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত পানি বা বৃষ্টির পানি নালা দিয়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

বারি মেথী-২ এ কোন মারাত্মক রোগ হয় না বললেই চলে। তবে কোন রোগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা রিডোমিল বা রোভরাল মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। এ জাতে তেমন কোন পোকার আক্রমন পরিলক্ষিত হয় না।

ফসল সংগ্রহ

বীজ বপনের পর থেকে ১১০-১২০ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়। সাধারনতঃ যখন পড সমুহ হলদে বাদামী ও কালচে বর্ণ ধারন করে তখন গাছ কাটা হয়। এই কাটাগাছ ১-২ দিন ছায়ায় রাখতে হয়। এরপর মাড়াই করার স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে ২-৩ দিন রৌদ্রে শুকানোর পর ফসল মাড়াই করা হয়। মাড়াই করা বীজ ভালভাবে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে বাতাসমুক্ত টিন, মাটির পট, পলিব্যাগ ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করা হয়। বীজের রং ও সুগন্ধ বজায় রাখার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা উচিত। বারি মেথী-২ এর হেক্টর প্রতি ফলন ১৮০০-২১০০ কেজি।

Publication No. Folder 07/2006

বারি মেথী-২ এর চাষ পদ্ধতি

গবেষণা ও রচনায় :

মো: আশিকুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: মাসুদ আলম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: কামরুল হাসান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: মনিরুজ্জামান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: ইকবাল হক স্বপন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনায় :

মো: আহ্সান উল্লাহ্
প্রকল্প পরিচালক
মসলা গবেষণা কেন্দ্র
বি এ আর আই
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

প্রকাশনায় : **মসলা গবেষণা কেন্দ্র**
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।
ফোন : ০৫১-৬১০৮৩, ৬১১০৪, ৮৯০৫৬
ফ্যাক্স : ৮৯০৫৬

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০৬ ইং, বৈশাখ ১৪১৩

মুদ্রণ সংখ্যা : ৮০০০ কপি

প্রাপ্তি স্থান : মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বারি, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র ও
উপকেন্দ্র সমূহ

সহযোগিতায় : মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন
বৃদ্ধি কার্যক্রম বিএআরসি,
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ডিজাইন : ডিজিটাল মেসেজ্, প্রেসপট্টি, বগুড়া।

মুদ্রনে : অগ্রণী প্রেস, লালমাটি ঘাট, বগুড়া।
ফোন : ০৫১-৬৫২৮৫, ০১৭১১-৯৩৭০৪৫

মেথী *(Trigonella foenum-graecum)*

সীম পরিবারের অন্তর্গত একটি বর্ষজীবি ফসল যা মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত করে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। যদিও মেথীর শুকনা বীজ মসলা হিসাবে অধিক পরিচিত তথাপি এর টাটকা সবুজ কচি পাতা ও কান্ড সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মেথী পাতা সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মেথী শাক খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' সমৃদ্ধ। বীজ নানা প্রকার তরকারী, আচার, চাটনী ইত্যাদির স্বাদ ও সুগন্ধ বৃদ্ধির উপকরণ হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। মেথীর যথেষ্ট ঔষধি মূল্য রয়েছে। বহুমুত্র রোগ নিয়ন্ত্রনে মেথী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দুর করে এবং হজম শক্তি ও রুচি বৃদ্ধি করে। শিল্প কারখানায় মেথীর বীজ রং তৈরীতে এবং বিভিন্ন ষ্টেরিওডস নির্যাস মুক্তির কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি গোখাদ্য হিসাবেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মেথী বীজ, পাতা, কান্ড যথাক্রমে আমিষ, শর্করা, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ। মেথী ফসলের জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগন গত ১৯৯৬ সাল থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে দেশী ও বিদেশী জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই করণের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক বারি মেথী-২ নামক একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশে এটি মেথীর দ্বিতীয় উদ্ভাবিত জাত যা পুষ্টি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বৈশিষ্ট্য

এটি একটি বর্ষজীবি বিরুৎ। গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেঃ মিঃ। প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৬-৭টি। মেথীর ফলকে 'পড' বলে। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ৬০-৬৫টি। প্রতিটি পডের দৈর্ঘ্য ৯-১০ সেঃ মিঃ যার প্রতিটিতে ১০-১২ টি বীজ থাকে। প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৫-৬ টি। বীজগুলো শুস্ক ও হলুদাভ বাদামী বর্ণের। এই ফসলের রোগ বালাই নেই বললেই চলে।

মাটি ও আবহাওয়া

বারি মেথী-২ জাতটি রবি মৌসুমে চাষ করা হয়। প্রায় সব প্রকার মাটিতে এর সফল ভাবে চাষ করা সম্ভব। তবে পলি-দোঁয়াশ মাটি থেকে বেলে দোঁয়াশ মাটি মেথী চাষের জন্য অধিক উপযুক্ত। মেথী গাছের সুষ্ঠ বৃদ্ধির জন্য মাটির অম্লত্ব (P^H) ৬-৭ হলে ভাল হয়।

জমি তৈরী ও বীজ বপন

মেথী চাষের জন্য জমি খুব ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরী করতে হবে যাতে কোন প্রকার ঢেলা না থাকে। মাটি ও জমির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দেয়া প্রয়োজন হতে পারে। মাটিতে সরাসরি বীজ বুনে বারি মেথী-২ এর চাষ করা হয়। ভালভাবে তৈরীকৃত জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেঃ মিঃ বজায় রেখে বীজ সাধারণতঃ সারি বরাবর বপন করা হয়। পরে যখন চারা গাছ ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হয় তখন গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেঃ মিঃ বজায় রেখে চারা পাতলা করে দিতে হয়।

বীজের পরিমান

সাধারনতঃ তৈরীকৃত জমিতে ১ মিঃ প্রশস্থ ভিটি তৈরী করা হয়। ভিটির দৈর্ঘ্য জমির পরিমাপের উপর নির্ভর করে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১৫-২০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। সেচ ও নিস্কাশনের সুবিধার জন্য পাশাপাশি দুটি ভিটির মাঝখানে ৫০ সেঃ মিঃ প্রশস্থ নালা রাখা হয়।